দৈনিক ইনকিলাব

৪৭

তারিখ ... JAN 20 2000 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৪ ...

রাজশাহীর ৬টি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা

আসনসংখ্যা এক হাজারেরও কম আবেদন জমা পড়েছে ৮ সহস্রাধিক

রাজশাহী অফিস ঃ 'ঠাই নাই, ঠাই নাই' অবস্থার মধ্য দিয়ে রাজশাহী মহানগরীর সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা। প্রচণ্ড স্নায়ুচাপে ভুগছেন অভিভাবকরা। আর চাপের মধ্যে রয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ। বিভিন্ন মহলের চাপে তারা বিড়ম্বনায় পড়েছেন।

নগরীর প্রধান ছটি স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে আসন রয়েছে এক হাজারেরও কম। অথচ আবেদন জমা পড়েছে আট হাজারেরও বেশী। গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে ভর্তি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে কলেজিয়েট স্কুল ও ল্যাবরেটরী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রচণ্ড চাপের মুখে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক। মেধাতালিকা প্রকাশের পর চাপ আরো বেড়েছে। কলেজিয়েট, ল্যাবরেটরী, শিরইল, মাদ্রাসা, পিএন, হেলেনাবাদ স্কুলের উপর চাপ বেশী। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রচণ্ড চাপ। শিক্ষানগরী রাজশাহীর আয়তন ও জনসংখ্যা বাড়লেও স্বাধীনতার পর নতুন কোন সরকারী স্কুল স্থাপিত হয়নি। বেসরকারী স্কুলের সংখ্যাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে ছাত্রছাত্রীর চাপ দিন দিন মারাত্মক রকমের বাড়ছে। দু'শিফট করেও কিছু হচ্ছে না। পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের ধারণ ক্ষমতা ৩০/৩৫জন হলেও একেক শ্রেণীতে ছাত্রী রয়েছে শতাধিক। ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে কিংবা জানালার পাশে বসে ক্লাস করতে হয়। অন্যান্য স্কুলের অবস্থাও প্রায় একই রকম।

গত দু'দিন নগরীর কয়েকটি সরকারী বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় সর্বত্র প্রচণ্ড ভিড়। অভিভাবকরা রয়েছেন টেনশনে। কয়েকজন অভিভাবক বলেন, তাদের ছেলেমেয়েদের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারে কোচিং করিয়েছেন। প্রস্তুতিও ভাল। তারপরও কি যে হয়। বিশেষ করে তদবীরের কাছে তাদের সন্তানরা টিকতে পারবে কি-না এ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। দু'জন প্রধান শিক্ষক বলেন, চাপ তো নতুন কিছু নয়। এর মধ্য দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে। অভিভাবকরা আরো কয়েকটি সরকারী স্কুল স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্রের অভাব দীর্ঘদিনের। এর মধ্য দিয়ে চলছে লেখাপড়া কার্যক্রম। আরো কয়েকটি নতুন সরকারী স্কুলের প্রয়োজন হলেও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যে দু'একটি বেসরকারী বিদ্যালয় হয়েছে সেগুলো মান উত্তীর্ণ নয়। কিন্ডারগার্টেন হলেও গুলোয় খরচ বেশী বলে সবার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্ডারগার্টেনগুলো চালাতে হিমশিম খাচ্ছে উদ্যোক্তারা।